



# পদ্মার এপারের বিদ্যুৎ ওজোপাড়িকো বার্তা

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ-এর মুখপত্র

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

প্রথম বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা | এপ্রিল-জুন ২০১৮

## ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৮ প্রতিযোগীতায় ওজোপাড়িকো'র ২য় স্থান অর্জন

গত ০৯.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ রোজ বুধবার বিদ্যুৎ বিভাগের আয়োজনে এবং মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর সহযোগীতায় ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৮ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নসরুল হামিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম, সভাপতি হিসাবে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. আহমেদ কায়কাউস এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ, বিদ্যুৎ বিভাগের চিফ ইনোভেশন কর্মকর্তা ও ওজোপাড়িকো'র চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোছাঃ মাকছুদা খাতুন সহ বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ।



ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৮ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিনকে।

দেশব্যাপি নাগরিক সেবা বৃদ্ধি ও দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এর লক্ষ্যে ৪০ টি বাছাইকৃত উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর মধ্যে ১৬টি উদ্যোগকে পাইলট করা হয় যার মধ্যে ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৮ প্রতিযোগীতায় ১৩টি সম্পন্ন উদ্যোগ নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ১৩টি উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলি যথাক্রমে বিদ্যুৎ বিভাগ ও পাওয়ার সেলের- প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম এবং অনলাইন মিটিং রিপোর্টিং সিস্টেম, সিবিআইএসপি প্রকল্প, বিদ্যুৎ বিভাগের- "কুশলী" ই-লারনিং সিস্টেম সফটওয়্যার,

বাকী অংশ ৩য় পাতায়

## ওজোপাড়িকো'র ১৭১ তম বোর্ড মিটিং খুলনায়

গত ১২.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ রোজ শনিবার ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির ১৭১ তম বোর্ড সভা ওজোপাড়িকোর খুলনাস্থ সম্মেলন করে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ওজোপাড়িকোর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও বিদ্যুৎ বিভাগ, বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) মোছাঃ মাকছুদা খাতুন। পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য(প্রশাসন) মোঃ জহুরুল হক, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্রকৌঃ মুহাঃ রফিকুল ইসলাম,



ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর ১৭১তম বোর্ড সভায় উপস্থিত বোর্ডের সদস্যগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের একাংশ।

বাকী অংশ ৩য় পাতায়

## মেধাবীমুখ



মোঃ রেদওয়ান ইসলাম, ২০১৮ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় যশোর জিলা স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর বরিশাল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইখতিয়ার উদ্দীন-এর সুযোগ্য পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।



এম. শাহরিয়ার হোসাইন (অনিক), খুলনা পাবলিক কলেজ, বয়রা, খুলনা থেকে ২০১৮ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় বানিজ্যিক শাখা হতে জিপিএ-৫ (সকল বিষয়ে এ+) পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ইতিপূর্বে পিএসসি পরীক্ষায় ও জেএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল। সে ওজোপাডিকো সদর দপ্তরের ব্যবস্থাপক (অডিট) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান ও মাতা মাসুমা খাতুন এর পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।



সুয়েতা পোদ্দার হিয়া, ২০১৮ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় মাগুরা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে গোল্ডেন জিপিএ-৫ হয়েছে। এছাড়া পি.এস.সি ও জেএসসি পরীক্ষায় যথাক্রমে জিপিএ-৫ সহ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর যশোর সার্কেলের মাগুরা বিদ্যুৎ সরবরাহের উপ-সহকারী প্রকৌশলী-এর সুযোগ্য কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।



তুহিন সরকার, ২০১৮ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় সাতক্ষীরা সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর কুষ্টিয়া সার্কেলের মেহেরপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব তুষার কান্তি সরকার -এর সুযোগ্য পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।



কাজী জায়েদ হায়দার, ২০১৮ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় যশোর জিলা স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়াও সে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। জেলা পর্যায়ে আয়োজিত ভাষা প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান, গণিত প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান, রচনা লিখন প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান, কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান অধিকার করে। সে ওজোপাডিকোর যশোর সার্কেলের বিবিবি-২, যশোর-এর এসবিএ-সি জনাব কাজী জাহাঙ্গীর হায়দার -এর সুযোগ্য পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।



খান নুহাত পুন্পা, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৮ জেলা পর্যায়ে "ক" গ্রুপে নজরুল সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হিসাবে স্বীকৃতি পত্র অর্জন করে। জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০১৮ উপজেলা পর্যায়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ১ম স্থান ও নজরুল সঙ্গীতে "খ" গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে এছাড়া জেলা পর্যায়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ৩য় স্থান অধিকার করে। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ও শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০১৭ এ উপজেলা পর্যায়ে "ক" গ্রুপে নজরুল সঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী এবং জেলা পর্যায়ে নজরুল সঙ্গীতে "ক" গ্রুপে ২য় স্থান এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ৩য় স্থান অধিকার করে। ২০১৬-১৭ সনেশাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত পর্যায়ে ১ম স্থান ও ২০১৬-১৭ সনে নজরুল কণ্ঠ সঙ্গীত পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকার করে। সে ওজোপাডিকোর খুলনা সার্কেলের মোংলা বিদ্যুৎ সরবরাহের উচ্চমান হিসাব সহকারী খান কাওসার আলী -এর সুযোগ্য কন্যা।



স্বাফর ওবা সফি, ২০১৮ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ইতোপূর্বে পিএসসি পরীক্ষায় ও জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০১৪ এ উচ্চাঙ্গ সংগীতে ২য় স্থান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাগেরহাট হতে উচ্চাঙ্গ সংগীতে ১ম স্থান অর্জন করে। সে ওজোপাডিকোর পওস সার্কেল, খুলনার অধীন বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বাগেরহাট এর লাইনম্যান -বি শচীন্দ্রনাথ ওবা এর সুযোগ্য পুত্র।



সাবরিনা সুলতানা এ্যামি, ২০১৭ সালের জেএসসি পরীক্ষায় কুষ্টিয়া সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ (ট্যালেন্টপুল এ বৃত্তি প্রাপ্ত) ও ২০১৪ সালে পিএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ (ট্যালেন্টপুল এ বৃত্তিপ্রাপ্ত) বৃত্তি পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর কুষ্টিয়া সার্কেলের বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, কুষ্টিয়া-এর এসবিএ 'এ' মোঃ মিজানুর রহমান (রঞ্জু)-এর সুযোগ্য কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

## ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৮ প্রতিযোগিতায়

১ম পাতার পর



ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৮ প্রতিযোগিতায় ওজোপাড়িকোর "টাইম বেজড গ্রাহক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" উদ্ভাবনী উদ্যোগটি উপস্থাপন করছেন ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের প্রকৌশলীবৃন্দ।

কর্মচারীদের জবাবদিহিতা ও সেবার মান নিশ্চিত হবে। আমাদের সকল উদ্যোগের সাথে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন, "Integrated" Enterprise Resource Planning(ERP) উন্নত বাংলাদেশ গড়তে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। আমাদের উৎপাদন, বিতরণ, সঞ্চালন ও সংশ্লিষ্ট অফিস ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় করে Enterprise Resource Planning (ERP) করতে হবে। বিদ্যমান সিস্টেম আপডেট করে চাহিদা ও যোগান মনিটরিং করা প্রয়োজন। আগামী ৩ বছরের মাথায় বিদ্যুৎ বিভাগ পেপারলেস অফিস হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। বিশেষ অতিথী এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন ইনোভেশন একটি চলমান প্রক্রিয়া এখানে ভুল করার সুযোগ আছে সুতরাং বেশি বেশি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে দেশকে একটি রোল মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সভাপতি বিদ্যুৎ সচিব ড. আহমেদ কায়কাউস ইনোভেটরদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর- অনলাইনে বিদ্যুৎ সংযোগে নতুন FEATURE সংযোজন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর- মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে POS-বেজড প্রি-পেইড মিটার ভেডিং ব্যবস্থাপনা ও KIOSK- বেজড ওয়ান স্টপ কাস্টমার সার্ভিস সিস্টেম, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড(ওজোপাড়িকো)'র- টাইম বেজড গ্রাহক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ডেসকোর-পূর্ব নির্ধারিত বিদ্যুৎ বন্দের তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করণ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর-Spot metering, পিজিসিবি এর- Online Outage Approval System, এপিএসসিএল এর- চাহিদামাত্র তথ্য প্রদান, নওপাজেকো এর- Scale formation reduction in GBC cooling towers by using filter water instead of raw water এবং আরপিসিএল এর- সহজেই আইসিটি সেবা। উদ্যোগ গুলোর মধ্যে ওজোপাড়িকোর "টাইম বেইজড গ্রাহক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" উদ্যোগটি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে এবং দেশব্যাপী রেনপিকেশনের জন্য চিহ্নিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যমান সেবা সহজীকরণ ও মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজতরভাবে পৌঁছানো সম্ভব। অপরপক্ষে, উদ্ভাবনী কাজের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা-

## ওজোপাড়িকোর ১৭১ তম

১ম পাতার পর



ওজোপাড়িকো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করছেন ওজোপাড়িকোর চেয়ারম্যান ও বিদ্যুৎ বিভাগ, বিজ্ঞাখস মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) মোছাঃ মাকসুদা খাতুনসহ বোর্ড সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট শাহ মোঃ আশরাফুল হক জর্জ, ওজোপাড়িকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দীন, বিদ্যুৎ বিভাগের উপ-সচিব(সমন্বয়-১) মোহাম্মাদ মফিজুর রহমান, বিদ্যুৎ বিভাগের উপ-সচিব(উন্নয়ন-১) মোহাম্মাদ নাজমুল আবেদীন। এছাড়াও ওজোপাড়িকোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক(অর্থ) রতন কুমার দেবনাথ(এফসিএমএ), নির্বাহী পরিচালক

(প্রকৌশল) প্রকৌঃ মোঃ হাসান আলী তালুকদার ও কোম্পানী সচিব মোঃ আব্দুল মোতালেবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৭১ তম বোর্ড সভায় উপস্থিত বোর্ডের সদস্যগণসহ ওজোপাড়িকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দীন বিদ্যুৎ ভবনস্থ আবাসিক এলাকা, ওজোপাড়িকো ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য দপ্তর পরিদর্শন করেন।

## মেধাবীমুখ



সুমাইয় মেহজাবিন, ২০১৮ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর থেকে বিজ্ঞান বিভাগে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়াও সে জেলা পর্যায়ে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অধিকার করে। সে ওজোপাডিকোর যশোর সার্কেলের বিবিবি-১, যশোর-এর এর সহকারী হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ মঞ্জুরুল কবীর -এর সুযোগ্য কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।



তাসফিয়া সারিবা, ২০১৫ সালের পি.এস.সি পরীক্ষায় আট্টেলঝাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (ট্যালেন্টপুল এ বৃত্তি প্রাপ্ত) পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর বরিশাল সার্কেলের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রউফ খান-এর সুযোগ্য কন্যা।



আফরোজা সুলতানা, ২০১৮ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় নড়াইল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর যশোর সার্কেলের নড়াইল বিদ্যুৎ সরবরাহের এলডিএ আব্দুল মান্নান মোল্লা-এর সুযোগ্য কন্যা।



নওশীন মারিয়া, ২০১৮ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় মিলিটারী কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা হতে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর যশোর সার্কেলের নড়াইল বিদ্যুৎ সরবরাহের জেএএ মোঃ আলী হাফেজ-এর সুযোগ্য কন্যা।



শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা(বুয়েট) এ Materials and Metallurgical Engineering (বস্তু ও ধাতব কৌশল) বিভাগে লেভেল-২ টার্ম-১ এ অধ্যয়নরত। ইতোপূর্বে সে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা হতে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি এবং এসএসসি ও এইচএইচসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ+ সহ বৃত্তি পেয়েছিল। ভবিষ্যতে সে একজন Materials Scientist হতে চায়। সে ওজোপাডিকোর “চিকিৎসা সহকারী” ডাঃ আবুল বাশার ও সালমা খানম এর কনিষ্ঠ পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।



ফারজানা ফেরদৌস: এইচ,এস. সি. পরীক্ষায় মাগুরা সরকারী কলেজ থেকে জিপিএ-৫, এস.এস.সি পরীক্ষায় মাগুরা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫, ২০০৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ (ট্যালেন্টপুল এ বৃত্তি প্রাপ্ত) ও ২০০৬ সালে পিএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ (ট্যালেন্টপুল এ বৃত্তি প্রাপ্ত) বৃত্তি পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর যশোর সার্কেলের মাগুরা বিদ্যুৎ সরবরাহের মিটার পাঠক শরাফাত হোসেন-এর সুযোগ্য কন্যা।



জান্নাতুল ফির দাউস(মেধা), ২০১৭ সালের জেএসসি পরীক্ষায় নড়াইল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ (ট্যালেন্টপুল এ বৃত্তি প্রাপ্ত) পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-জেলা পর্যায়ে কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাংকনে ১ম স্থান অধিকার করে। সে ওজোপাডিকোর যশোর সার্কেলের নড়াইল বিদ্যুৎ সরবরাহের উচ্চমান সহকারী মোঃ তৌহিদুজ্জামান-এর সুযোগ্য



ফারহানা পারভীন, ২০১৮ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় সখিনা বালিকা বিদ্যালয়, যশোর থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর যশোর সার্কেলের বিবিবি-২, যশোর-এর লাইনম্যান-এ মরহুম জহুর আলী গাজী -এর সুযোগ্য কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।



মোঃ আমিনুল ইহছান আদুত, ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় যশোর জিলা স্কুল থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর যশোর সার্কেলের বিবিবি-২, যশোর-এর লাইনম্যান-এ জনাব মোঃ আলমগীর মিয়া -এর সুযোগ্য পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।



মোঃ রাহাত শিকদার, ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর কারেন্টের স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ওজোপাডিকোর যশোর সার্কেলের বিবিবি-১, যশোর-এর লাইনম্যান-এ জনাব মোঃ বাবুল শিকদার -এর সুযোগ্য পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।



## Overhead Line Fault Indication Monitoring System

Engr. Debashis Paul\*

Power utilities are under constant pressure to improve security of supply and reduce the amount of time customers are without electricity. Regulators demand improvements in performance whilst at the same time increased commercial competition drives the need for rapid return on investment. But Overhead lines are very susceptible to faults because of the exposure of the system equipment to the extremes of weather and environmental conditions. When a fault occurs on 33kv & 11 kV overhead lines, a crew has to be sent into the field in order to identify the location of the fault. This is extremely time-consuming due to the remote locations and difficulty of access for personnel and may lead to long outages.

Ultimate cost-effective solution is installing Overhead Line Fault Indication Monitoring System, which provides an excellent return on investment whilst at the same time delivering improvements in two key performances Indicator(KPI): SAIFI & SAIDI.

Overhead Line Fault Indication Monitoring System has three system components:

- ¢ Fault Passage Indicator (FPI)
- ¢ Data Concentrator Unit (DCU)
- ¢ Monitoring Central Station (MCS)

Fault Passage Indicator (FPI) is used to detect short circuit failures or phase-to-earth faults in electric power distribution networks. They identify the section of power line that has failed, thereby reducing the time needed to locate the fault. Fault indicators are self-powered by either using a battery

or by harvesting energy from the load current or solar panels, while consuming very low power for maximizing operational life. Fault indicators indicate the current passage status locally using 360 degree flashing LEDs; more advanced indicators update their status to a central station that has RF capability for communication. In addition the FPI continuously



Figure 1: Fault Passage Indicator (Courtesy of Siemens)

monitors, records, and transmits the line for the following data: Load Current, Electric Field Value, Line Temperature, Ambient Temperature, Fault Current, Line Status (On / Off), which are essential for network analysis to increase system reliability.

The fault indication is reset automatically on restoration of power. The FPI has intelligent sensors to detect the in-rush current and does not indicate it as a fault. The Auto-adaptive FPI has an algorithm which allows it to automatically choose the right settings for each line - Manual setting is not required - Hence no erroneous indication due to wrong settings. Settings change automatically during peak load and normal load providing accurate results in any conditions.

It can be installed and uninstalled (removed) online, without disrupting the power supply using a hot stick and installation tool. All the components of the Fault Indicating System are Anti-rust, Corrosion resistant, and UV resistant, hence suitable for long time outdoor exposure, ensuring long life.

In present market voltage and current rating of FPI is up to 66KV and 1200A are readily available, which is most suitable for our distribution network.

Integration of Distributed energy resources (DER) with distribution network, the current direction of network has changed from unidirectional to bidirectional. Besides, current direction of interconnected distribution network also changes. So to cope with this system, Directional FPI also developed.

Data Concentrator Unit (DCU) is installed on the wire pole, can receive data from nearly three line FPI by RF communication and send to central station by GPRS/3G/4G cellular network. The RTU unit is mainly composed of the solar panel, PCB board with industrial GPRS/3G/4G module, CPU module and wireless receiving module

The DCU/RTU transmits the Data to Monitoring Central Station by using IEC 60870-5-101 OR IEC 60870-5-104 Communication Protocols and regular update of parameters to SCADA Servers.

system, the maintenance crew man could quickly locate the fault site and trouble-shoot. The software system could be SCADA or other software platform;

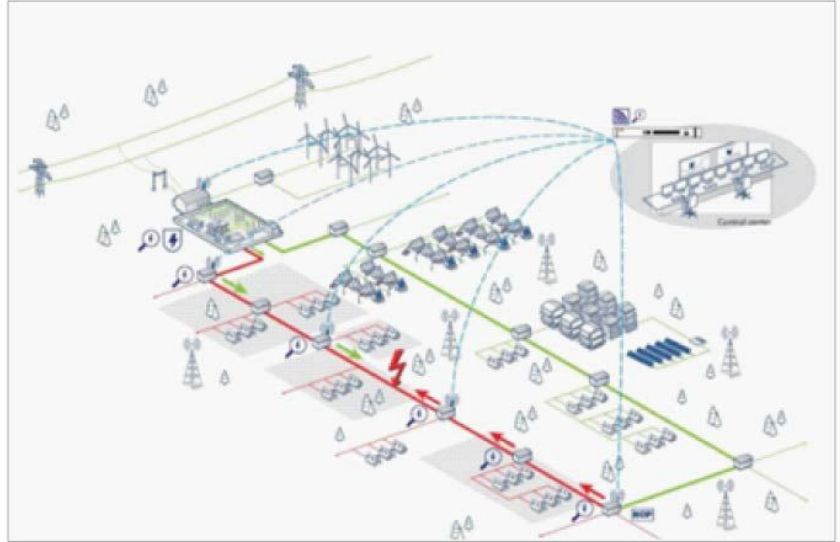


Figure 4: Detection of Faulty Section (Courtesy of ABB)

usually power utility companies have their own software system.

The software usually embedded with Google Map. After getting fault signal from DCU, analyze the data and determine the faulty section in network, then it will send SMS to line crew and responsible office with fault location. The software also records all sensor data for future analysis. After restoration of fault, the system will automatically send SMS to responsible personal.

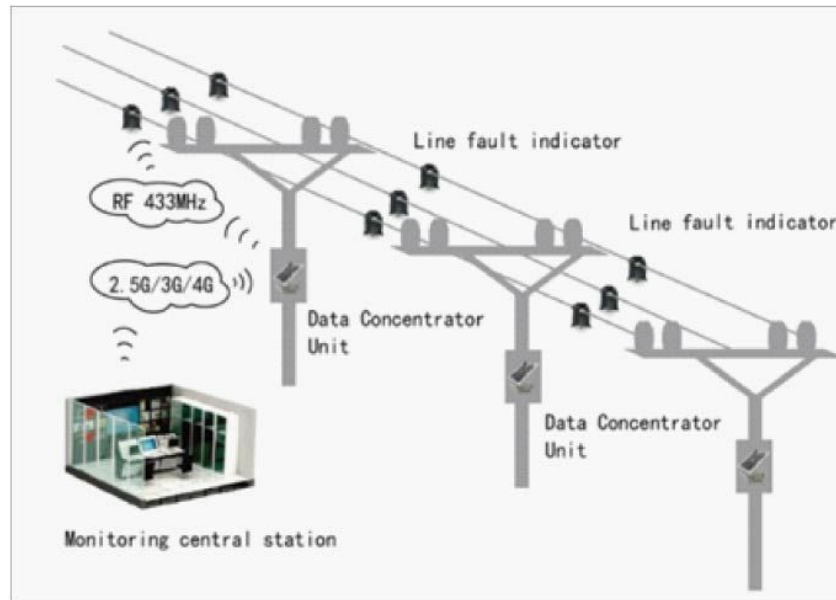


Figure 3: Symmetric Diagram of Overhead Line Fault Indication Monitoring System

Monitoring Central Station (MCS) is one set data server with software system. Monitoring central station usually setup in power utility office, power substation, etc. When receiving the fault message from the data concentrator unit, combined with GIS

The Overhead Line Fault Indication Monitoring System only indicates the faulty section. So, isolation of short circuits within the distribution networks can be improved by the installation of sectionalizing disconnector switch together with FPI inside the network, which further increase system reliability and decrease

downtime by quick resorting power of healthy sections.

Modern civilization fully depends on power each day to run its operations - that's no secret. But when the

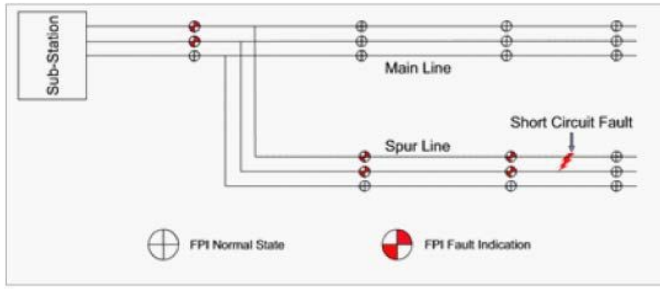


Figure 5: Symmetric Diagram of Fault Detection

power goes out, unplanned downtime can occur - and that can cost thousands or even millions of taka. Unexpected outages can lead to situations from which it may be difficult to recover. Besides, outages also lead to loss of revenue of utility company.

Precise determination of fault location and quick notification of the maintenance teams considerably reduce outage times. Because locating faults can be so time-intensive and therefore costly, the system also reduces personnel costs for grid operators as well as save the hidden cost of business and society.

In a nutshell, to achieve the vision of Power Division "Universal access to quality electricity in a cost-effective and affordable manner." integration of "Overhead Line Fault Indication Monitoring System with Sectionalizing Disconnecter Switch" in distribution network will be one of the effective solutions.

\*Sub-Divisional Engineer  
System Control & Protection



## “পহেলা মে”

\* শেখ হাবিবুর রহমান (এম.কম)

শ্রমিকের আশা ভরশা-হয়েছিল সব নিরাশা, ১৮৮৬ সালে,  
শিকাগোতে এক হয়ে-শেরাগানেতে যায় বয়ে, বড় বড় মিছিলে।  
মালিকের হুকুমেতে-চলে গুলি এক সাথে, কত শত বার,  
দাবি দাওয়া মানতে আর সফলতা আনতে, হয় একাকার।

সেই শিকাগো শহরে-জীবন দেয় অকাতরে, ইতিহাস বলে,  
আজি শোকাহত মনে-স্মরি সেই স্মরণে, হৃদয়টা খুলে।

ঠিক সারা পৃথিবীতে-এক শেরাগানেতে উঠিছিলো মেতে,  
আমারও সাধ ছিলো-মন যেতে চেয়েছিলো, ঐ শেরাগানেতে।

আজি এ স্মরণ সভায়-যেন দীপ্ত শপত হয়, লাঞ্চিত শ্রমিকের,  
অনাচার-অবিচার-হবে নাতো বার বার, আসবেনা ফের।  
আজি এ পহেলা মে-করণ ইতিহাস যে, বড় শোকাহত হই,  
তবু ন্যায় পাওনা-নেওয়া কি যায়না? সেই আশাতেই রই।

শুধু এই দিন এলে-১৮৮৬ সালে, নিপিড়িত শ্রমিকের জন্য,  
দূর করে ক্লান্তি-এনেছিলো শান্তি, তাই তারাইতো ধন্য।  
এনে পড়ে তাই-সেই শ্রমজীবী ভাই, দিলো নিঃশেষে প্রাণ,  
তাদেরই সম্মানে-শ্রমিকের কল্যাণে, অমর সে শহীদান।

সব কর্মের মাঝে-স্মরি সকাল ও সাঝে, তারা সে মহাপ্রাণ,  
এ স্মরণ সভায়-হলো তাদেরই জয়, তারা সেই শহীদান।  
শোষণ আর শাসন-তীক্ষ্ণ সে ভাষন, মালিকের পক্ষ থেকে,  
সারা দিন-রাত শ্রমিকের দু'হাত, কর্মেই ছিলো ঢেকে।

মিলে কাঁধে কাঁধ-কণ্ঠে প্রতিবাদ, মালিকের মান হলো নষ্ট,  
সেই প্রাণের বিনিময়-হলো শ্রমিকের জয়, দূর হলো কষ্ট।  
হৃদয় ধন্য হোক-খেটে খাওয়া লোক, শুধু কাজের অবসরে,  
এলো আনন্দ হাসি-শুধু রাশি রাশি, শ্রমিকের ছোট সে ঘরে।

শিকাগোতে যারা-গিয়েছিলো মারা, তাদের স্মরণ করি,  
সেই দেশপ্রেমিক-তারাই তো শ্রমিক, উৎসর্গ জীবন ভরি।  
তাই “মে দিবস” এলে-সব কাজ ফেলে, জানাই প্রভুর তরে,  
শুধু সেই শহীদান-যেন পায় সম্মান, পুষ্পিত দরবারে।

\*জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক  
আহিদ, ওজোপাডিকোলিঃ,  
যশোর।

## “শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” ব্রান্ডিং কর্মসূচিতে ওজোপাডিকো

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” ব্রান্ডিং কর্মসূচি ও “বিদ্যুৎ খাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৪ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রীঃ তারিখ খুলনায় সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা প্রাঙ্গণে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ ও জেলা প্রশাসন, খুলনার উদ্যোগে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার জনাব লোকমান হোসেন মিয়া, বিশেষ অতিথি হিসাবে ওজোপাডিকো’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী জনাব মোঃ শফিক উদ্দিন ও বিদ্যুৎ বিভাগের উপসচিব ইয়াসমিন বেগম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নানান স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবকসহ সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও খুলনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুলের প্রায় ১২০০ কোমলমতি শিক্ষার্থী। বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী জনাব মোঃ শফিক উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছানোটা শুধু এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র আর এই কাজটি বাস্তবায়ন করতে হলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে বিতরণ সংস্থা হিসাবে পদ্মার এপারের ২১ জেলায় ওজোপাডিকো’র বিভিন্ন প্রকল্প চলমান রয়েছে এছাড়া নিরবিচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ



অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্যালেন্ডার ও বিদ্যুৎ সশ্রয়ী রুটিন কার্ড তুলে দিচ্ছেন ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী জনাব মোঃ শফিক উদ্দিন।

সরবরাহের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প হিসাবে খুলনা শহরে আন্ডার গ্রাউন্ড প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তিনি শিশুদের মাঝে বিদ্যুৎ সশ্রয়ী এলইডি বাত্বের সুবিধাসহ নানান বিদ্যুৎ সশ্রয়ী পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন এক ইউনিট বিদ্যুৎ সশ্রয় হলে সশ্রয়ী সমপরিমান টাকা দেশের অন্যান্য ভালো উন্নয়ন খাতে ব্যবহার হবে ফলে দেশ উত্তরোত্তর উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। এছাড়া বক্তারা উপস্থিত সকলকেই বিদ্যুৎ ব্যবহারে সশ্রয়ী হওয়ার জন্য নানান উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ

করার জোড়ালো আহবান জানান এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্যালেন্ডার ও বিদ্যুৎ সশ্রয়ী রুটিন কার্ড বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি খুলনার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আমিন উল আহসান সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং শিশুদের বিদ্যুৎ সশ্রয়ী রুটিন কার্ড প্রত্যহ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সশ্রয়ের পরামর্শ দেন। পরিশেষে ওজোপাডিকোর উদ্যোগে কোমলমতি শিক্ষার্থী সহ সকলকে আইসক্রিম বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।



বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

এক ইউনিট বিদ্যুৎ সশ্রয়  
এক ইউনিট বিদ্যুৎ  
উৎপাদনের সাধিল

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো), বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা মেইন রোড, খুলনা-৯০০০, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮০-৪১-৮১১৫৭৩, ৮১১৫৭৪, ৮১১৫৭৫, ফ্যাক্স: +৮৮০-৪১-৭৩১৭৮৬

ই-মেইল: md@wzpdcl.org.bd, wzpdcl.md@gmail.com, web: www.wzpdcl.org.bd